পুনরাবৃত্তি

জোবায়ের বিন বায়েজীদ

সুকুন পাবলিশিং

কবিতাক্রম

আলাপ ১১
ভাঙারির ফেরিওয়ালা ১২
পুনরাবৃত্তি.. ১৩
ইখলাস ১৫
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ১৬
অচেনা অথচ ভীষণ আপন ১৮
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি-২ ১৯
বেদনা ২১
অনুপস্থিতি ২২
হারানো বিজ্ঞপ্তি ২৪
ফিরদাউসের স্বপন ২৭
অতলান্তিক ডুব ২৮
কবিতার আবদার ৩০
অস্থিরতার পারদ ৩২
প্রযত্নে, রাসুল ৩৩
জুমাবার ৩৪
বারাকাহ ৩৭
মান্না সালওয়া ৩৮
আপনি অথবা আমি ৩৯
এক-দুই-তিন ৪১
যন্ত্র না ৪২
প্রতিদান ৪৩
প্রবল সাগর ৪৫
নিঃশব্দের নিনাদ ৪৬
বর্ণালি শৈশব ৪৭
তোমার দেয়া হাতপাখা ৪৮
নক্ষত্রের প্রতি ৫০
পত্র দিও ৫১
কান্নার সুখ ৫৪
বাদল নামার দেশে ৫৫
তোহফা ৫৭
অপরিশোধ্য ঋণ ৫৮
দরখাস্ত ৫৯
আবেহায়াত ৬১
অচেনা ৬২
অর্থহীন ৬৩
সাক্ষাতের পুনরাবৃত্তি ৬৪
অপেক্ষা এবং উপেক্ষা ৬৬
মুয়াযযিন ৬৭
অস্ত্র ধরার পাঠ ৭০
ভালোবাসি ৭১
উষ্ণ পাথরের শীতলতা ৭৩
মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ৭৪
প্রথম প্রেমের ঘর ৭৫

মেঘমেদুর দুপুর ৭৬
ঈদের রাতে ৭৭
ত্যাগের জাফরান ৭৮
বাদলের ধারা ৮০
হৃদয়ে আঁকা স্বপ্ন ৮১
অশ্রুর দাম ৮৩
অলঙ্ঘনীয় ৮৪
সুবহে সাদিক ৮৫
ফিলোফোবিয়া ৮৬
মরুচারী মুসাফির ৮৭
ব্যবধান ৮৮
অভাব ও ভাব ৮৯
পায়চারি ৯০
হজের সফরে সুগন্ধি জল ৯১
চলো অচেনা হই ৯২
হারিয়ে গেলে ৯৩

প্রারম্ভ কথা

কবিতার সাথে আমার সখ্য বেশ পুরোনো। আমার লেখালেখির হাতেখড়িও শুরু হয় কবিতা লেখার মাধ্যমে। কবিতা আমাকে ভীষণভাবে টানে, কারণ কবিতার মতো করে মনের ভাব আর আকুলতা সাহিত্যের আর কোনো শাখাতে সেভাবে ফুটে উঠে না বলেই মনে হয়।

উপমার সুতো ধরে, রূপকের পর রূপক দিয়ে কবি যখন নির্মাণ করেন কবিতার প্রাসাদ, সেটা তখন শব্দের সুরম্য দালান হয়ে উঠে। কবি যখন আবেগের তাড়না নিয়ে কাজ করেন, তখন তিনি হয়ে উঠেন শুভ্র আর সুন্দরের প্রতিচ্ছবি। কবি যখন দ্রোহের ফুলকিকে কবিতার ভাষা বানান, তখন তিনি হয়ে যান বিপ্লবের বিমূর্ত ব্যানার। কবি শব্দ নিয়ে খেলেন। তিনি শব্দ বানান এবং সমৃদ্ধ করেন তার আপন ভাষা।

সুন্দর শব্দ, পরিশীলিত দ্যোতনা আর সুবিন্যস্ত ছন্দের কবিতায় কখনো আবেগের ফুলঝুরি, কখনো ভবিতব্য ভবিষ্যতের আগাম বার্তা, কখনো বিশ্বাসের অনুরঙ্গ যখন প্রকট হয়, সেই কবিতা তখন সার্থকতার মাত্রাকে স্পর্শ করে। এসবেরই একটা পূর্ণ সমন্বয় আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রিয় ভাই জোবায়ের বিন বায়েজীদ-এর কবিতায়। সহজিয়া শব্দ আর লহরির মতো ছন্দের পসরা সাজাতে সাজাতে আগাচ্ছে তার কবিতা— যেন ভোরের প্রথম সূর্যকিরণের মতো স্নিগ্ধতা এসে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে শরীর।

জোবায়ের বিন বায়েজীদ আমার প্রিয় কবি। তার ছন্দের গাঁথুনিতে পাগলপারা না হয়ে উপায় থাকে না। তিনি যখন লিখেন—

ফিরদাউসের বিশাল তোরণে আমাদের দেখা হলে,
সেই অনুভূতি কত মধুময়, বোঝাতে পারবে বলে?

তখন কী যে অপার্থিব আবেশ এসে শরীরে ঢেউ খেলে যায় তা বোঝানো দায়। প্রিয় মানুষটার সাথে জান্নাতের তোরণে পুনরায় দেখা হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে এতো চমৎকারভাবে ছন্দে বেঁধে ফেলার যে আশ্চর্য ক্ষমতা, জোবায়ের বিন বায়েজীদ এর কবিতার ছত্রে ছত্রে তার অপূর্ব প্রকাশ বিদ্যমান।

আমাদের সময়ের স্বপ্নবাজ, অমিত সম্ভাবনাময় এই মানুষটির কাব্য সাধনা পূর্ণ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাক, সেই যাত্রা তাকে জান্নাতে নবিজির সোহবত পর্যন্ত পৌঁছে দিক—এই আমার প্রার্থনা।

আরিফ আজাদ
লেখক ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট
১ শাবান, ১৪৪৬ হিজরি

আলাপ

সিজদায় ঝরে যাক সবটুকু পাপ,
শোনো প্রভু অস্ফুটে বলা অনুতাপ,
আরশে আজিমে যেন পৌঁছায় সব,
তোমার সঙ্গে করা আমার আলাপ।

৩১ মে, ২০২৩

ভাঙারির ফেরিওয়ালা

ভাঙা সবকিছু কিনে নেয় এসে ভাঙারির ফেরিওয়ালা,
ডেকে যায় রোজ দরোজার কাছে, হেঁকে যায় জোরে গলা,
যদি যাবতীয় ভাঙা জিনিসের বেচা-কেনা করা হবে,
ভাঙা মানুষকে ফেরিওয়ালা ক্যানো কখনো কেনে না তবে!
মফস্বলের অলিতে-গলিতে আসে কত ফেরিওয়ালা,
ডেকে যায় রোজ দরোজার কাছে, হেঁকে যায় জোরে গলা।

ভাঙারিওয়ালারা ভাঙা সবই নেয় , বেচতে চাইলে লোকে,
ভাঙা মানুষকে কেউই কেনেনি, ভাঙলে কখনো শোকে।*

২০ জুলাই, ২০২৩

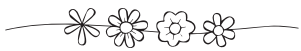

* শুভ্র সরকারের 'ঈর্ষার পাশে তুমিও জুঁইফুল' বইয়ের একটি কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত।

পুনরাবৃত্তি..

সেই...যে প্রথম দেখা,
কত মধুময় মনোহর ছিল এ হৃদয়ে আছে লেখা।
সেই অনুভূতি! প্রথম নজর তোমাকে দেখার পরে,
কীভাবে বোঝাই ফুল ফুটেছিল হৃদয়ের বালুচরে!
তোমার সঙ্গে যখন চোখের হয়েছিল লেনাদেনা,
মনে হয়েছিল জান্নাতটাই হয়ে গেছে বুঝি কেনা।
এই জীবনের স্মৃতিপট জুড়ে যত সুখস্মৃতি আছে,
তোমাকে দেখার সেই স্মৃতিটুকু আলাদা আমার কাছে।
পুরোনো হয়নি, কখনো হবে না অনুভূতি হৃদয়ের,
তবু মনে হয়, আহা যদি হতো পুনরাবৃত্তি ফের!

কখনো ভেবেছ, এই যে জীবন কতখানি নড়বড়ে?
আমাকে হয়তো চলে যেতে হবে খানিক সময় পরে!
জীবন মোমের সলতে ফুরোলে চলে যেতে হবে জানি,
এখানেই তবে থেমে যাবে নাকি আমার আবেগখানি?

কখনো ভেবেছ, এই স্মৃতিটুকু ফিরে আসে যদি ফের?
ফিরদাউসের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখা হলো আমাদের!

রবের রহমে কবর হাশর পেরিয়ে আসার শেষে,
আমাদের ধরো দেখা হয়ে গেল জান্নাতে ফের এসে!
ফিরদাউসের বিশাল তোরণে আমাদের দেখা হলে,
সেই অনুভূতি কত মধুময়, বোঝাতে পারবে বলে?
কত প্রাপ্তির! তোমাকেই যদি সেখানেও সাথি পাই,
রবের দুয়ারে চাইবার তবে আর কিছু বাকি নাই।

এই যে এখানে কত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে,
সেভাবেই যদি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ফের জোটে,
তোমাকে পাওয়ার আনন্দটুকু ফিরে আসে যদি ফের,
জান্নাতে গিয়ে এখানের মতো দেখা হলে আমাদের!
চিরায়ত সেই আবাসে তোমাকে প্রথম দেখার পরে,
বলব আমি তো শপথ রেখেছি অক্ষরে অক্ষরে।

তোমার সঙ্গে যেই চুক্তিটা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক,
আমি তো আমার সে কথা রেখেছি, তুমিও রেখেছ ঠিক।
পুনরাবৃত্তি ঘটল, তোমার ওয়াদা রেখেছ বলে,
যেভাবে আমারে হাতে হাত রেখে কথা তুমি দিয়েছিলে।

যেভাবে আমারে
হাতে হাত রেখে
কথা তুমি দিয়েছিলে..!

২৫ মার্চ, ২০২২

অচেনা অথচ ভীষণ আপন

এখানে এখন সন্ধ্যা নামছে ধেয়ে,
গোধূলির দিকে অপলক রই চেয়ে,
প্রহর গুনছি আসবে কখন তুমি,
অচেনা অথচ ভীষণ আপন মেয়ে!

৬ জানুয়ারি, ২০২২

মান্না সালওয়া

মুসার সে যুগ পুরান হয়েছে,
মান্না সালওয়া নাই,
অথচ মান্না সালওয়ার স্বাদ
আম্মার হাতে পাই।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

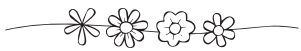

মরুচারী মুসাফির

যুল হুলায়ফা পেরিয়ে এসেছি সূর্যাস্তের ক্ষণে,
বেদুইনরূপে, সাথে নেই কিছু, শুকনো খবুজ রুটি,
পথ জুড়ে জপি লাব্বাইকের তালবিয়া আনমনে,
সেলাইবিহীন চাদর জড়ায়ে বাক্কার পানে ছুটি।

কানে ভেসে আসে আবেগের স্বরে তালবিয়া পড়ে কেউ,
যান্ত্রিক উটে সাওয়ার হয়েও কিসের জন্যে কাঁপি!
মরুর শহরে বালুর সফরে মনে উত্তাল ঢেউ,
আমার তো নেই সম্বল কোনো, আছে শুধু অনুতাপই।

দূরে দেখি মরু, পাথরের গিরি, মর্মর যেন খাড়া,
দূরের বালিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে খুঁজি কার পদছাপ!
এই পথে হেঁটে হাজার বছরে মাকবুল হলো যারা,
তাঁদের সে দলে শামিল করো, হে, মুছে দিয়ে সব পাপ।

১৯ অক্টোবর, ২০২৪।

পায়চারি

[আল্লামা ইকবাল বিরচিত "داغ سا جو تیرے سینے میں" কবিতার কাব্যানুবাদ]

ওই যে ছোট্ট কালো দাগটা কে এঁকে দিয়ে গেছে বুকে?
তুমিও কি কারো প্রেমের বিরহে, পুষে রাখো অশ্রুকে!
আকাশের বুকে অস্থির তুমি, আমিও জমিনে খুঁজি,
আমার মতন তুমিও কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছ বুঝি?*

১৫ এপ্রিল,২০২৩

* চাঁদকে নিয়ে কতশত কবিতা লেখা হয়েছে পৃথিবীতে। বাংলা, উর্দু, আরবি সব ভাষাতেই দেখা মেলে চাঁদের কবিতার। সচরাচর আমরা দেখি চাঁদকে তুলনা করা হচ্ছে প্রিয়তমা প্রেয়সীর সাথে। কখনো কখনো চাঁদ-জোছনার মোহময়তার মুগ্ধতার কথা উঠে আসে কবিতার ছন্দে। আবার ছোট্ট বেলায় চাঁদমামাকে টিপ দিয়ে দিতে যাওয়ার আহ্বানের ব্যাপারটা অবশ্য একটু ব্যতিক্রমই বটেই। তবে কখনো কি দেখেছেন চাঁদকে ভীষণ বিরহী নিজের সাথে তুলনা করতে?

পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের বুকে একটা কালচে দাগের মতো দেখা যায়। অনেকে বলেন চাঁদের কলঙ্ক। কবি ইকবাল সেটাকে তুলনা করেছেন বিরহের কোনো ক্ষতের সঙ্গে। তিনি ভীষণ আবেগে চাঁদকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তোমার বুকের মাঝের কালো দাগটা কীসের দাগ? তুমি কি কারো প্রেমিক! আর এটা কি তোমার সেই বিরহের ক্ষত!' মাসের চক্রাবর্তে পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের প্রদক্ষিণকে কবি ভেবেছেন অস্থির পায়চারির মতো।

আচ্ছা, আসলেই কি তাই? এই জমিনে আমি যেমনি বুকের ভেতরে গভীর একটা ক্ষত পুষে রেখে অস্থির হয়ে কাউকে খুঁজে বেড়াই, চাঁদটাও কি আসমানে ঘুরে ঘুরে অস্থির হয়ে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? এই যে ঠিক আমার মতো....